ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

২৯ বর্ষ ১৯তম সংখ্যা

৩০ আশ্বিন ১৪২২, ১৫ অক্টোবর ২০১৫

বিশ্ব শিক্ষক দিবস এ্যাওয়ার্ড পেলেন উপাচার্য

দেশের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস এ্যাওয়ার্ড-২০১৫' প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি গত ৫ অক্টোবর ২০১৫ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্যের হাতে এই এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০১৫ জাতীয় উদযাপন কমিটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শিক্ষক-কর্মচারী জাতীয় ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন-এর সহ-সভাপতি রাশেদা কে. চৌধুরী এবং ইউনেস্কো বাংলাদেশের অফিসার-ইন-চার্জ কিচি ওয়্যায়েসু বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দেশের আরও ৭জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিশ্ব শিক্ষক দিবস এ্যাওয়ার্ড- ২০১৫ লাভ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস এ্যাওয়ার্ড-২০১৫' লাভ করায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে দেশের শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, 'আমরা যারা শিক্ষা লাভ করেছি কিংবা যতটুকু শিক্ষা লাভ করেছি তার পেছনে আমাদের বাবা-মাসহ সমাজের অনেকের অবদান রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং অতুলনীয় অবদান আমাদের শিক্ষকদের। তারা হচ্ছেন আমাদের শিক্ষার মূল ও নিয়ামক শক্তি।'

দেশের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস এ্যাওয়ার্ড-২০১৫' প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি গত ৫ অক্টোবর ২০১৫ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্যের হাতে এই এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

আজ ঢাবি শোক দিবস

আজ ১৫ অক্টোবর ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস। দিবসটি পালন উপলক্ষে গত ৬ অক্টোবর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ সেমিনার কক্ষে শোক দিবসের বিস্তারিত কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন ও বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শোক দিবস পালনের লক্ষ্যে সভায় যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো- সকাল ৬:০০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ; সকাল ৭:৩০টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শোক মিছিল সহকারে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও নীরবতা পালন; সকাল ৮:০০টা থেকে ৯:০০টা পর্যন্ত অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে আলোচনা সভা, ৯:০০টা থেকে ১০:০০টা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা সভা, বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ সহ বিভিন্ন হলের মসজিদে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত, সকাল ১০:০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত জগন্নাথ হল প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন, সকালে জগন্নাথ হল প্রাঙ্গনে রক্তদান কর্মসূচি। শোক দিবসের কর্মসুচীর অংশ হিসেবে সন্ধ্যা ৬:৩০টায় জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান, শোক সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়াও, শোক দিবস উপলক্ষে 'অক্টোবর স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট'-এর আয়োজন করা হয়েছে, যা ৩১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যে সকল ছাত্র, কর্মচারী ও অতিথি নিহত হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক সেমিনার

অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে গত ৩ অক্টোবর ২০১৫ "Making Pluralism Possible: The Promise and Challenge of Religious Peace-building in South Asia" শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাবি আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইকোনমিকস্ এন্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির বার্কলি সেন্টার ফর রিলিজিয়ন, পিস এন্ড ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্স এবং ওয়ার্ল্ড ফেইথস্ ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ-এর যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনার উদ্বোধন করেন।

আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক ড. ফাজরিন হুদার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ক্যাথেরিন মার্শাল এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইকোনমিকস্ এন্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মাহাবুব হোসেন বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আন্তঃধর্মীয়-আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল ধর্মের অনুসারীর মধ্যে সংলাপের সংস্কৃতি লালন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। তিনি বাংলাদেশকে আন্তঃসাংস্কৃতিক ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির 'রোল মডেল' হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, সকল ধর্মের লোক এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছে। অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতি অনুসরণের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সংবিধান সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের সমঅধিকার নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ তথা বিশ্ব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বদা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে গেছেন। যা প্রকৃত অর্থেই সার্বজনীন ধর্ম প্রচার ও অনুশীলনের চেতনাকে জাগ্রত * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাবি অ্যালামনাই এসোসিয়েশন'র ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন'র (ডুয়া) ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। পতাকা উত্তোলন, বেলুন উড্ডয়ন, কেককাটা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ১০ অক্টোবর ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই ফ্লোরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন অ্যালামনাইরা। অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে। রেজিস্ট্রারের অফিসের এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. শাখার ৩২৩ নং কক্ষ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। এস.এস.সি থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পাশের মূল নম্বরপত্র এবং টাকা জমার ব্যাংক রশীদ দেখিয়ে প্রার্থীকে নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। আগামী ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক দু'দিনব্যাপী কর্মশালা

প্রাথমিক স্তর থেকেই মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ এবং ইনোভেশন ফর ওয়েলবিং ফাউন্ডেশন (আইডব্লিউএফ)-এর যৌথ উদ্যোগে "মর্যাদাপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে প্রাথমিক মনো-সামাজিক সেবা" শীর্ষক ২ দিনব্যাপী এক কর্মশালা

গত ১০ অক্টোবর ২০১৫ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস-২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের সমন্বয়নকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মোস্তফা জামান এবং আইডব্লিওএফ-এর নির্বাহী পরিচালক মনিরা রহমান বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেহজাবীন হক অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সুস্থ্য জাতি গঠনে অবিলম্বে 'মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন এবং এর দ্রুত * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষক দিবস জাতীয় উদযাপন কমিটির উদ্যোগে গত ০৫ অক্টোবর ২০১৫ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক র‍্যালির নেতৃত্ব দেন।

প্রাথমিক স্তর থেকেই মানসিক স্বাস্থ্য

* ১ম পৃষ্ঠার পর

বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মানসিক অসুস্থতাকে পারিবারিক কলহ, হত্যা, আত্মহত্যা, বিষণ্নতাসহ সকল সামাজিক অপকর্মের কারণ হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণ প্রজন্মকে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হতে হবে। নতুন প্রজন্মকে এ বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তুলতে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে। সঠিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে নিজেদের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি এবং নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে পৃথক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাবি অ্যালামনাই

* ১ম পৃষ্ঠার পর

সভাপতি রকীব উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, সাবেক উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, সাবেক উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সাবেক ডীন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের মহাসচিব দেওয়ান রাশেদুল হাসান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অ্যালামনাইদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সে হিসেবে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে। অ্যালামনাই এসোসিয়েশন উদ্যোগ নিলে অনেক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

আলোচনা সভার পর সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের অফিসে আগামী ১৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সকল পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি, ৫শ' টাকা জমার ব্যাংক রশিদের ফটোকপি ও সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য প্রদান না করলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের চার বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা তিন বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ও এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা দুই বছর মেয়াদী স্নাতক ও দুই বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ স্নাতক পর্যায়ে ১ বছরের শিক্ষকতা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১ বছরের চাকুরি অথবা স্বীকৃত মানের জার্নালে ১টি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে। প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় C.G.P.A. ৫ এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A. ৪ এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে।

অন্য ধর্মের প্রতি

* ১ম পৃষ্ঠার পর

করে। উপাচার্য বলেন, বর্তমান বিশ্ব সন্ত্রাস, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার লংঘন, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বৈষম্য এবং আন্তঃধর্মীয় সংঘাতসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এই সেমিনারের আলোচনা থেকে বিশ্বশান্তি ও ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও মায়ানমারের বিশেষজ্ঞগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাবি অধ্যাপকের যোগদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এবিএম রেজাউল করিম ফকির সম্প্রতি জাপানের কোবে গ্যাকুইন ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির সোস্যাল রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের ফল সেমিস্টার শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন। ড. ফকির ইতোপূর্বে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাবি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আউয়াল খান। ছবিতে উপাচার্যকে পুরস্কার প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

অধ্যাপক মো. আবদুল হালিম-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল হালিম-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মো. আবদুল হালিম একজন মেধাবী শিক্ষক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একজন কৃতি শিক্ষককে শুধু নয়, একজন মানবিক, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকেও হারিয়েছে। উপাচার্য মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মো. আবদুল হালিম-এর জন্ম ১৯৫২ সালে পিরোজপুর জেলার মটবাড়িয়ায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ১ম স্নাতক সম্মানের ছাত্র হিসেবে ১৯৭২ সালে অনার্স এবং ১৯৭৩ সালে মাস্টার্স পাশ করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি কানাডার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতায় যোগদান করেন ১৯৭৫ সালে। ১৯৮৮ সালে তিনি অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৮৫-৮৮ সালে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি' (১৯৮৪) ও 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস' (১৯৮৬) শীর্ষক দু'টি গ্রন্থ ছাড়াও অর্ধশত গবেষণা প্রবন্ধ দেশে-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক সম্পর্ক এবং রুশো আমেরিকা সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর রচনা বিশেষজ্ঞদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি 'থিওরী এন্ড রিসার্চ ইন ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স' এবং 'ডেভেলপমেন্ট প্রবলেম ইন সাউথ এন্ড সাউথইস্ট এশিয়া' বিষয়ে সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৩ অক্টোবর ২০১৫ নগরীর একটি ক্লিনিকে মো. আবদুল হালিম মৃত্যুবরণ করেন।

গীতিকবি নয়ীম গহর-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জাগানো কালজয়ী গীতিকবি নয়ীম গহর-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'স্বাধীনতা পদক'প্রাপ্ত নয়ীম গহর একাধারে গীতিকার, ঔপন্যাসিক, গায়ক, নায়ক, নাটক রচয়িতা, বিবিসির [লন্ডন] বাংলা ভাষ্যকার, খবর পাঠক, চিত্রকরসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আজীবন তিনি সংস্কৃতি অঙ্গনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। সর্বমহলে পরিচিতি পেয়েছিলেন আধুনিক ও মুক্তিযুদ্ধের গণজাগরণী গান রচনার মধ্য দিয়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর লেখা 'নোঙ্গর তোলো তোলো', 'সাগর পাড়িতে ঝড় জাগে যদি', 'পুবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে', 'জয় জয় জয় জয় বাংলা'সহ অসংখ্য গণজাগরণী গান স্বাধীনতাপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। বরেণ্য এই সঙ্গীতজ্ঞ'র মৃত্যুতে দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা পূরণ হবার নয়। জাতি তাঁর অবদানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখবে। উপাচার্য প্রয়াত শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ২০১৫ তিনি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ধক্যজনিত কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ২০১২ সালে তিনি দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'স্বাধীনতা পদক' অর্জন করেন।

'বিচারপতি মোস্তাফা কামাল স্বর্ণপদক প্রবর্তন'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে 'বিচারপতি মোস্তাফা কামাল স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে অধ্যাপক ড. নাশিদ কামাল ৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নূরুল আমিন ব্যাপারী উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এমএসএস ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে 'বিচারপতি মোস্তাফা কামাল স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বর্ণপদক প্রবর্তনে আর্থিক অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত হবে।

উল্লেখ্য, প্রয়াত মোস্তাফা কামাল ১৯৯৯ সালের ১ জুন থেকে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সালে নীলফামারী জেলার ডোমারে জন্মগ্রহণ করেন। উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমেদের বড় ছেলে তিনি। বিচারপতি মোস্তাফা কামাল ১৯৪৮ সালের মেট্রিক পরীক্ষায় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করেন। তাছাড়া, ১৯৫০ সালের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৫ম স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৫৩ সালের বিএ সম্মান এবং ১৯৫৪ সালের এমএ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের উচ্চশিক্ষা বৃত্তি নিয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে তিনি অর্থনীতিতে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি বার এট ল' কোর্স সম্পন্ন করেন। বিচারপতি মোস্তাফা কামাল ২০০৪ সালের ৬ ডিসেম্বর ল' কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

'ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট ফান্ড'গঠিত

ঢাবি কলা অনুষদে 'ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে কানাডা প্রবাসী মো: ফরিদ মিয়া ৬ (ছয়) লাখ টাকার একটি চেক গত ২০ এপ্রিল ২০১৫ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামালউদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান ও দাতার স্ত্রী মিসেস শিরিন ফরিদ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাবি কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৪ জন অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রী ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

Citizen Science and Action Research শীর্ষক জাতীয় সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে গত ৪ অক্টোবর ২০১৫ "Citizen Science and Action Research" শীর্ষক দিনব্যাপী এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাবি দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটি, প্রতীক এবং অক্সফাম-এর যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দু'টি কারিগরি অধিবেশনে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা নাগরিক বিজ্ঞান এবং কার্যকর গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সমাপনী অধিবেশনে ইতালির সেপিয়েঞ্জা ইউনিভার্সিটির ড. মাউরো সেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির ড. লেরি স্টিলম্যান এবং অক্সফামের প্রাইভেট সেক্টর এ্যাডভাইজর আলভারো ভালভারডি বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মি. এডুওয়ার্ড বিগবেডার গত ১ অক্টোবর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ঢাকাস্থ ইউনিসেফের সোস্যাল পলিসি, প্ল্যানিং এন্ড মনিটরিং বিভাগের প্রধান মি.কার্লোস এ কোস্তা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিসেফের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মি. এডুওয়ার্ড বিগবেডার বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সেক্টরে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে উপাচার্যের সহায়তা চান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আরেফিন সিদ্দিক অতিথিকে এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অতিথিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় আগ্রহ প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানান।

প্যালেস্টাইন চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশে নিযুক্ত প্যালেস্টাইন চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স মি. ইউসেফ এস. ওয়াই. রামাদান গত ৬ অক্টোবর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় প্যালেস্টাইন চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স মি. ইউসেফ এস. ওয়াই. রামাদান বলেন, প্যালেস্টাইন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী মাসের কোন এক সময় বাংলাদেশ সফর করবেন এবং এই সফরকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে প্যালেস্টাইন চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স মি. ইউসেফ এস. ওয়াই. রামাদান উপাচার্য অধ্যাপক ড. আরেফিন সিদ্দিকের সাহায্য-সহযোগিতা চান। উপাচার্য প্যালেস্টাইন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বক্তৃতা আয়োজনের আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যালেস্টাইনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা নিয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেন এবং এ ব্যাপারেও উপাচার্য সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মি. এডুওয়ার্ড বিগবেডার গত ১ অক্টোবর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত প্যালেস্টাইন চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স মি. ইউসেফ এস. ওয়াই. রামাদান গত ৬ অক্টোবর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

সপ্তম পল্লীকবি আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মুহসীন হল চ্যাম্পিয়ন

'রংধনু হতে সাত রঙ আনি সাজায়ে করেছি সারা/এই গেহখানি চরণধুলাতে পুলকে আত্মহারা' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাবি কবি জসীম উদদীন হলে সপ্তম পল্লীকবি আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৯ আগস্ট ২০১৫ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাবি মুহসীন হল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। রানার্সআপ হয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং ক্লাব। শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার পান বিজয়ী দলের কামরুল ইসলাম।

হল শাখা ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাবি'র সাবেক ছাত্র ও এফবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ, জসীম উদ্‌দীন হলের প্রাধ্যক্ষ ড. রহমত উল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি'র সভাপতি জিএম আরিফুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হল শাখার সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গণতন্ত্র ও বিতর্ক একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। বিতর্কের বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, তরুণ শিক্ষার্থীদের বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কেননা আজকের তরুণরাই আগামী দিনে জাতির নেতৃত্ব দেবে। এজন্য বিতর্ক প্রয়োজন। কেননা বিতর্ক মানে সংলাপ, যুক্তি ও আলোচনা।

উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০টি ডিবেটিং ক্লাব দলের অংশগ্রহণে সংসদীয় ধারায় চার দিনব্যাপী এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় গত ২৬ আগস্ট ২০১৫। উদ্বোধন করেন অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ'র সাবেক সভাপতি আহসানুল ইসলাম। 'পল্লীকবি জসীম উদদীন' স্মারক বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ। প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কবি জসীম উদদীন হল ডিবেটিং ক্লাব।

অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা' গত ৭ অক্টোবর ২০১৫ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'New Horizons in Sanskrit Studies' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন নয়া দিল্লীস্থ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের *(Deemed University)* প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী। এছাড়া, অনুষ্ঠানে সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক এবং অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাধবী রানী চন্দ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ তথ্যবহুল স্মারক বক্তৃতা প্রদান করায় অধ্যাপক ড. রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীকে ধন্যবাদ জানান। সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই স্মারক বক্তৃতা থেকে উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী মানব সভ্যতার উন্নয়নে সংস্কৃত শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং সংস্কৃত বিষয়ক জ্ঞান চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিতে সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিৎ। আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পাণ্ডুলিপিসমূহ সংরক্ষণের জন্য দক্ষ সংস্কৃত গবেষক প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য ১৯৪৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৯ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ '২য় মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড ঢাবি অ্যালামনাই এসোসিয়েশন স্যামসন এইচ. চৌধুরী ক্যাম্পাস জার্নালিজম এ্যাওয়ার্ড ২০১৫' প্রদান অনুষ্ঠান অ্যালামনাই ফ্লোরে উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ঢাবি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি রকীব উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।

"যথার্থ শুদ্ধস্বরে চেতনার ঋদ্ধ রেনেসাঁ" প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) আয়োজিত 'আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৫'এর সমাপনী অনুষ্ঠান গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে উপাচার্যসহ অতিথিদের সাথে বিজয়ীদের দেখা যাচ্ছে।

'মানসিক স্বাস্থ্যে মর্যাদাবোধ' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস) এবং নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপী ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে গত ১০ অক্টোবর ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক উন্মুক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আনিসুর রহমান, বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. হামিদা আখতার বেগম, মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ঝুনু শামছুননাহার প্রমুখ। ছবিতে প্রধান অতিথিকে বক্তব্য রাখতে দেখা যাচ্ছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাবের আয়োজনে ৫ম বারের মতো 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৫'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ শহীদুল্লাহ হল মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি শেখ মাহবুবে সোবহানী সৌরভ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, শহীদুল্লাহ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আইনুল ইসলাম, শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক ড. মো. বাবুল হাসান, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র দৌহিত্রী শান্তা মারিয়া। এছাড়া, হলের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাব পর্যায়ের মহাদ্বৈরথ পর্বে "মনের মানুষ চলচ্চিত্র লালনকে ধারণ করতে পারে নি" শীর্ষক বিতর্ক প্রস্তাবে বিরোধী দল জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি চ্যাম্পিয়ন এবং সরকারী দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ডিবেটিং ক্লাব রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন বিরোধী দলীয় উপনেতা। অপরদিকে কলেজ পর্যায়ের মহাদ্বৈরথ পর্বে "বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় ফোকলোর-এর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক অপ্রাসঙ্গিক" শীর্ষক বিতর্ক প্রস্তাবে বিরোধী দল ঢাকা কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি চ্যাম্পিয়ন এবং সরকারী দল আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ডিবেটিং ক্লাব রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন বিরোধী দলীয় নেতা।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো আয়োজিত 'Training Course on Research Methodology for Bangladesh Bank Officials ২০১৫' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. আহসান আলী উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা' গত ৭ অক্টোবর ২০১৫ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'New Horizons in Sanskrit Studies' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন নয়া দিল্লীস্থ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের (Deemed University) প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঢাবি মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ডিএমপি-ইয়ুথ কো-অপারেশন সিরিজ এ্যাওয়ার্ড *(DMP-Youth Cooperation Series)* প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন।

বাংলা অ্যালামনাই'র পুনর্মিলনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা অ্যালামনাই'র উদ্যোগে 'শতবর্ষের পথে বাংলা বিভাগ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন গত ৩ অক্টোবর ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে এই পুনর্মিলনীর উদ্বোধন করেন। প্রায় সহস্রাধিক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত উদ্বোধনী সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করে বলেন, বাঙালির ভাষা সংস্কৃতি আর বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিনির্মাণের সাথে বাংলা বিভাগের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের কর্ম, চেতনা ও বিদ্যাচর্চা এগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে বাঙালির কৃষ্টি ও আত্মমর্যাদার সাথে নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন রচনার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব এই বাংলা বিভাগের। বাংলা বিভাগ এই দায়িত্ব অতীতে পালন করেছে এবং সুরক্ষা দিয়েছে ভাষা ও সংস্কৃতির, উপাচার্য ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভবিষ্যতেও বাংলা বিভাগকে এ-দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের ৫০ দশকের (১৯৫৫-৫৯) ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক সানজীদা খাতুন, অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, জনাব মইজউদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক নূর-উল-আলম, অধ্যাপক চেমন আরা, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী, অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক শওকত আলী, অধ্যাপক মাহমুদা খাতুন, অধ্যাপক রাজিয়া সুলতানা ও অধ্যাপক মুহম্মদ সাদেক আলীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে উপস্থিত সম্বর্ধিতদের মধ্যে উপাচার্য সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন। সংবর্ধনাপ্রাপ্ত উপস্থিত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিজেদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন- অধ্যাপক সানজীদা খাতুন, অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, জনাব মইজউদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক নূর-উল-আলম, অধ্যাপক চেমন আরা, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের বিকেলের অধিবেশনে ছিল স্মৃতিচারণা। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে ১২তম জ্ঞান-সোহাগী বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

১২তম জ্ঞান-সোহাগী আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস বক্তৃতা গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০১৫ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-সোহাগী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ যৌথভাবে এই বক্তৃতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন বর্মণ। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন প্রেরিত বাণী পড়ে শোনান এম মনিরুজ্জামান। বক্তৃতা শেষে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন প্রাঙ্গন থেকে একটি শান্তি-র‌্যালী বের করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাংলাদেশকে শান্তির দেশে পরিণত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলকে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইনের কঠোর প্রয়োগ ঘটাতে হবে। তিনি

অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান "The Present World and World Peace" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন জ্ঞান-সোহাগী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা এবং আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মকে সোচ্চার হতে হবে। যথাযথ শিক্ষা অর্জন ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ তথা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে।

'ফয়জুন্নেসা-কবিরুদ্দিন রহমানী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক' প্রবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে 'ফয়জুন্নেসা-কবিরুদ্দিন রহমানী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। পিতা-মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুন ৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের বিএস (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে 'ফয়জুন্নেসা-কবিরুদ্দিন রহমানী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বর্ণপদক প্রবর্তনে আর্থিক অনুদানের জন্য দাতাকে

কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রব, অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুবসহ বিভাগীয় শিক্ষক এবং দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে। তিনি দেশের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী তথা সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

'ব্যারিস্টার নোরা শরিফ স্বর্ণপদক প্রবর্তন'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে 'ব্যারিস্টার নোরা শরিফ স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়াত ব্যারিস্টার নোরা শরিফের স্বামী সুলতান মোহাম্মদ শরিফ ঢাবি কর্তৃপক্ষকে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন। সুলতান মোহাম্মদ শরিফের ভাগ্নে মোহাম্মদ মশিউর রহমান খান অনুদানের ৬ লাখ টাকার একটি চেক গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তাসলিমা মনসুর, স্বর্ণপদক প্রবর্তনে আর্থিক অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে।

উল্লেখ্য, ব্যারিস্টার নোরা শরিফ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৩ সালের ২৩ মার্চ আয়ারল্যান্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান মোহাম্মদ শরিফকে বিয়ের পর তিনি বাংলাদেশে আসেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেনা শাসনের প্রতিবাদে বিভিন্ন সভা ও সমাবেশে তিনি যোগ দেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক জাতির

বিভাগীয় শিক্ষক এবং দাতার আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর আইন বিভাগের এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে 'ব্যারিস্টার নোরা শরিফ স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে। এছাড়া বিভাগের দু'জন অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করতেও তিনি কাজ করেন। জাতির জনকের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তিনি বিভিন্ন চিঠিপত্র ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি তৈরি করেন। ২০১৪ সালে লন্ডনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৯ অক্টোবর ২০১৫ অনুষ্ঠিত ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে 'খ' ইউনিট-এর অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, কলা অনুষদের ডিন ও খ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

ঢাবি, ইউনিসেফ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মধ্যে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি সই

ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিসেফ বাংলাদেশ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মধ্যে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ একটি ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ইউনিসেফ বাংলাদেশের ওয়াশ সেকশনের প্রধান চার্লি সারগাসন এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুধীর কুমার ঘোষ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এছাড়া, প্রকল্পের কারিগরি পত্রে স্বাক্ষর করেন প্রকল্প পরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন আহমেদ ও ইউনিসেফ-এর পানি বিশেষজ্ঞ ড. বোলুওয়াজি ওনাবোলু।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়নাধীন 'পানিবাহী ভূ-স্তর পুনর্ভরণ ব্যবস্থাপনা (এমএআর) প্রকল্পের' মেয়াদ আগামী ২০১৭ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইউনিসেফ বাংলাদেশ আর্থিক সহযোগিতা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও একাশিয়া ওয়াটার নেদারল্যান্ডস কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫